তাং-২৮/০২/২০২৪

বরাবর

মাননীয় প্রক্টর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১০০০

বিষয়: অধ্যাপক নাদির জুনাইদ কর্তৃক যৌন হয়রানি ও মানসিক নিপীড়নের বিচার দাবি প্রসঙ্গে

জনাব,

২০২১ সালে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছি। সম্প্রতি আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক নাদির জুনাইদের বিরুদ্ধে বিভাগেরই একজন নারী শিক্ষার্থী যৌন হয়রানি ও মানসিক নিপীড়নের অভিযোগ এনেছেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ায় নিজেও একজন ভুক্তভোগী হিসেবে আমার উপর অধ্যাপক নাদির জুনাইদ যে যৌন নিপীড়ন ও মানসিক অত্যাচার চালিয়েছিলেন, তা আপনাকে অবগত করা সমীচীন মনে করছি। আশা করছি, এতে সংশ্লিষ্ট তদন্ত প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হবে।

অধ্যাপক নাদির জুনাইদ [redacted]' নামে একটি কোর্স পড়াতে গেস্ট ফ্যাকাল্টি হিসেবে আমাদের বিভাগে এসেছিলেন। আমি ক্লাসের সিআর হওয়ার সুবাদে আমাকে তার সঙ্গে এক ধরনের যোগাযোগ রাখতে হত।

প্রথমত উনি নিয়মিত আমাকে ফোন দিতেন। বাসায় যাওয়ার সাথে সাথে ফোন দিতেন। কিন্তু সমস্যা হল, উনি অনেক ব্যক্তিগত অনেক তথ্য জিজ্ঞেস করতেন। আমাকে এমনও জিজ্ঞেস করেছেন, আমার বয়ফ্রেন্ড আছে কি না-এরকম। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল, উনার পড়াশোনার কাজের থেকে বেশি আগ্রহ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। এসব নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে চাইতেন। সাধারণত উনি রাত ১০টা বা ১২টার দিকে ফোন দিতেন। উনি আমাকে যখন এই ভাবে ফোন বা ভিডিও কল দিতেন, আমি খুবই বিব্রত হতাম। আমি প্রায় উনার ফোন না ধরার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সেটার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পরবর্তী ক্লাসে দেখা যেতো। ফোন না ধরায় আমাকে ক্লাসে নানান ভাবে হেনস্তা করতে চাইতেন। ক্লাসে এইভাবে হেনস্তার শিকার হওয়ার পরও উনি আবারও আমার সাথে যোগাযোগ করতেন। ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে উনার মুখ ও মুখোশ ছিল আলাদা। উনি ক্লাসে হেনস্তা করার পর পরে আবার দুঃখপ্রকাশ করে আমাকে মেসেজ দিতেন, ফোন দিতেন। পরে অনেকটা বাধ্য হয়ে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করে উনার ফোন এবং ভিডিও কল রিসিভ করতাম। তখন ভিডিও কলে বলতেন, একটু তোমার চেহারাটা দেখি, তোমার চুলটা একটু দেখি, তোমার জুম পিক দেখি। আমার কয়েকবার মনে হইছে উনি হস্তমৈথুন করেন।

উনি সবসময় চাইতেন, তাকে সব আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখি। 'উনি অনেক হ্যান্ডসাম'-এটা উনি বারবার শুনতে চাইতেন। উনি এত সুদর্শন, এত তরুণ, ওনাকে দেখে আমরা কেন আকর্ষিত বোধ কেন করছি না-এরকম বিষয় নিয়ে প্রায়ই খোঁচা দিতেন। প্রায়ই মেসেঞ্জারে/ওয়াটসআপে ওনার ভিডিও বা ছবি পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করতেন, 'আমি দেখতে কেমন'। পরে বুঝেছি, এর সবই ছিল উনার ফাঁদ পাতার কৌশল।

ঘটনার সময়টাতে আমি মানসিকভাবে একটু বিপর্যস্ত ছিলাম। কেননা, আমার বাবা অসুস্থ ছিল। তাছাড়া, ক্যারিয়ার প্রভৃতি নিয়েও দ্বিধান্বিত ছিলাম। আমার এ দূর্বলতার সুযোগই উনি নিয়েছিলেন। কথাবার্তার এক পর্যায়ে একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, 'আমার সাথে তোমার বিয়ে হলে কেমন হতো'। এটি ছিল উনার এক ধরনের ফাঁদ। উনি প্রায়ই বিয়ে নিয়ে আমার সাথে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা বলতে চাইতেন বা অন্তরঙ্গভাবে মিশতে চাইতেন। তখন আমি উনাকে জানাই যে 'আচ্ছা আমরা বিয়ে করতে পারি। পরে এইসব আলাপ করা যেতে পারে' -এ ধরনের একটি বিষয় আমি উনাকে বোঝাতে চাই। যদিও উনাকে বিয়ে করার বিষয়ে আমি তেমন দৃঢ় অবস্থানে ছিলাম না। কিন্তু উনি যখনই বুঝতে পারলেন যে আমি উনার সাথে ঐভাবে মিশতে রাজি না এবং বিয়ের প্রতিই আমি আগ্রহী, তখন উনি আমার সাথে বিরুপ আচরণ শুরু করেন। উনার আচরণ খারাপ থেকে আরও খারাপ হওয়া শুরু করে। উনি তখন আমাকে নানান রকম নেতিবাচক মন্তব্য শুরু করেন; 'আমি উনার যোগ্য না' , 'আমার রুচির সমস্যা আছে' ইত্যাদি বিষয় সামনে এনে উনি আমাকে অপমানিত করতে থাকেন। অথচ কিছুদিন আগেও উনি আমার প্রতি যত্ন, আগ্রহ এবং আমার প্রতি উনার পছন্দ জানিয়েছেন। আমি আসলে বুঝতে পেরেছিলাম, উনি আসলে এতদিন আমার থেকে কী ধরনের সম্পর্ক চাচ্ছিলেন।

আসলে এটাই উনার অভ্যাস; উনি শুরুতে বিয়ে করার লোভ দেখাবে যে বিয়ে করবে, তারপর এরকম করবে আর ছোট করতে থাকবে। আমার ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। আমিও যখন বিয়ের বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলাম, তিনি আমার সাথে দুর্ব্যবহার শুরু করেন। ক্লাসেও এর প্রতিফলন ঘটে। একবার ক্লাসে দেশের রাজনৈতিক একটি ইস্যু নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আমি বিষয়টি নিয়ে স্বাধীনভাবে আমার মতামত প্রকাশ করি। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে তিনি আমাকে চিৎকার করে তিরস্কার করতে শুরু করেন। আমার দেওয়া মতামতকে তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। বলেন, আমি কিছু জানি না। আমি উনার ক্যালিবারের না। একজন শিক্ষক হিসেবে যেখানে তার উৎসাহ দেওয়ার কথা, সেখানে তিনি আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করে কথা বলতেন। এ কারণে সবসময় আমি হীনমন্যতায় ভুগেছিলাম।

উনি আমাকে শারিরীক স্পর্শ বা সেরকম কিছু করেননি। কিন্তু বিয়ের কথা বলে আমার সাথে দীর্ঘদিন কথোপকথন চালিয়ে গেছেন। উনি প্রায় অশ্লীল কথাবার্তা বলতেন। নানান রকম যৌন উত্তেজনামূলক কথা আমার সাথে বলতে চাইতেন। সবসময় অন্তরঙ্গ কথা বলার প্রতি উনার বিশেষ আগ্রহ থাকতো। আমার শরীরের স্পর্শকাতর জায়গা নিয়ে উনি আমাকে প্রশ্ন করতেন। উনার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলাটা ছিল অনেক কঠিন। কিন্তু ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ হওয়ার কারণে উনার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলা ছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না। উনি সবসময় আদর্শের কথা বলতেন অথচ ব্যক্তি জীবনে উনি কখনই তা চর্চা করতেন না। কিন্তু ক্লাসে উনার আচার আচরণ দেখে কেউই বুঝবে না যে উনি আসলে কতটা অসুস্থ মানসিকতার। কারণ উনি সবসময় মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বাজে মন্তব্য, নিচু করে মন্তব্য করতেন। পাশাপাশি উনি গ্রাম থেকে আসা মানুষদের সম্পর্কে এবং ধর্মচর্চা সম্পর্কে হেয় করে কথা বলতেন। উনার মতে, ধর্মচর্চা মানুষকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেয় না, জীবনকে উপভোগ করতে দেয় না। তাই উনি ধর্মচর্চাকে হেয় করতেন। এই বিষয়ের মত বিরোধের কারণেও উনি আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। উনি কখনোই ভিন্ন মত গ্রহণ করতে পারেন না। আমার পোশাক নিয়েও অযাচিত মন্তব্য করতেন। বলতেন, আমি কেন ওয়েস্টার্ন ড্রেস পরি না। কেন বাংলাদেশের মেয়েদের পোশাক এত বাজে?

নানারকম অশ্লীল কথাবার্তা উনি গল্প আকারে বলতেন। যেমন কোন সিনেমায় নায়ক নায়িকা কিভাবে অন্তরঙ্গ হলো, নায়ক নায়িকার সাথে কী কী করলো, এসব উনি খুব আগ্রহ নিয়ে আমাকে শোনাতেন এবং নানানভাবে বোঝাতেন যে উনি এইসব করতে চান। আমাকে বলতেন, 'ধর না, আমরাও এমন করছি.....' ।

স্বাভাবিকভাবে আমার উপর এর অনেক নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আমি মানসিকভাবে আরও খারাপ অবস্থায় পড়ে যাই। একটা মেয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, তখন সে অনেক ধরনের অনিরাপত্তার মধ্যে থাকে; সম্পর্কের টানাপোড়ন, টাকা পয়সা, পরিবার ইত্যাদি। তার উপর এরকম ঘটনা ঘটলে মানসিকভাবে আরও বিপর্যস্ত হতে হয়। সেসময় উনার জন্য আমার সাইকোলজিস্টের কাছে যেতে হয়েছিল।

আমার ক্লাসের আরেকটা মেয়ের সাথেও এমন করেছেন উনি। ওই মেয়েকেও উনি বিয়ের প্রলোভন দেখিয়েছেন। ছয় মাসের জন্য পড়াতে গিয়ে একই ক্লাসের দুজন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন, এটাকে স্বাভাবিক মনে করার কোন কারণ নেই।

আমাকে 'গোয়েন্দা'র মত ব্যবহার করে অন্য মেয়েদের খোঁজ নিতেন অধ্যাপক নাদির জুনাইদ। উনি প্রায়ই ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন, ক্লাসের কোন মেয়ের কার সাথে প্রেম চলতেছে। ক্লাসের নারী শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে উনার অস্বাভাবিক রকমের আগ্রহ ছিল।

বেশ কয়েকবার তিনি আমাকে তাঁর বাসায় যাওয়ার অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, বাসায় তার বাবা-মা থাকেন। আমি যেন যাই। কিন্তু আমি কখনই তার বাসায় যাইনি।

সার্বিকভাবে, আমাকে উনার মানসিক বিকারগ্রস্ত মনে হয়েছে। উনি সম্ভবত বিয়ে নিয়ে এক ধরনের ট্রমার মধ্যে আছেন। ফলে বিয়ে'র মত একটি সম্পর্ককে ব্যবহার করে ছাত্রীদের যৌন ও মানসিক নির্যাতন করে যাচ্ছেন। আমার সাথে ঘটনাটি ঘটেছে ২০১৯ সালে, ২০২৪ সালে এসেও উনার নামে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ তিনি এধরনের কাজ করেই যাচ্ছেন। এর জন্য তিনি স্বাভাবিক ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের আড়ালে পুরো ব্যাপারটা এমনভাবে মঞ্চস্থ করেন যেন তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকে, তাকে দোষী বানানো না যায়।

অধ্যাপক নাদির জুনাইদ শুরুতে যারা 'ভালনারেবল' মেয়ে, অর্থাৎ দেখতে সুন্দর, কিন্তু জীবনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অনিরাপত্তায় ভোগে বা দ্বিধান্বিত, তাদের টার্গেট করেন। এক পর্যায়ে নানান ছলছুতোয় তাদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তোলেন এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কথা বলতে শুরু করেন। সুযোগ বুঝে বিয়ের প্রস্তাবও দেন। কিন্তু এটা শুধুই একটা ফাঁদ। কেননা, উনি একজন অধ্যাপক, আর্থিক নিরাপত্তা অত্যন্ত সুদৃঢ়, দেখতে সুদর্শন; স্বাভাবিকভাবে মেয়েরা তার দিকে আকৃষ্ট হয়। এটাকে ব্যবহার করেই তিনি সবার সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তোলেন যেখান থেকে তিনি বাচিক ও মানসিকভাবে যৌনসুখ লাভ করতে পারবেন। তবে, শারিরীক সম্পর্কে না জড়ালেও এর মাধ্যমে তিনি মানসিকভাবে ভুক্তভোগীকে অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ফেলে দেন। আমি নিজেই অন্তত তিনজনের কথা জানি, যাদের তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন, এবং তাদের সাথে প্রতারণা করেছেন।

উনি সবাইকে নিজের বাসা নিমন্ত্রণ জানান। যেন ব্যাপারটা কতটা স্বাভাবিক। বাসায় উনার পিতা-মাতাও থাকেন। কিন্তু আমার ধারণা পুরো ব্যাপারটা যেন একজন 'স্বাভাবিক ছাত্র-শিক্ষক' সম্পর্কের মত দেখায় এর জন্যই তিনি বাসায় আমন্ত্রণ জানাতেন। আর একজন অধ্যাপক কোন শিক্ষার্থীকে তার বাসায় আমন্ত্রণ জানালে যে কোন শিক্ষার্থীই 'সরল বিশ্বাসে' বাসায় যেতে চাইবে। অন্তত যতক্ষণ না ওই শিক্ষার্থী নেতিবাচক কোন কিছুর আশঙ্কা করছেন।

অধ্যাপক নাদির জুনাইদ শ্রেণিকক্ষে ভাল শিক্ষক হতে পারেন, কিন্তু তিনি মানসিকভাবে অস্থিতিশীল, বিকারগ্রস্থ। তাকে শিক্ষকতা করতে দেওয়ার অর্থ শিক্ষার্থীদের ভয়াবহ এক 'সিরিয়াল হ্যারাসার'-এর হাতে তুলে দেওয়া। আমি একজন সাবেক শিক্ষার্থী হিসেবে কিছুতেই চাই না, আমার বিভাগের ভবিষ্যত শিক্ষার্থী ভাই-বোনদের একজন নিপীড়কের হাতে তুলে দেওয়া হোক।

আমি বোধ করি, এ বিষয়টি নিয়ে আগেই আমার শিক্ষকদের জানানো উচিত ছিল। কিন্তু আমি সেসময় এ সাহস করে উঠতে পারি নাই।

নাই। তাছাড়া উনি একাধিক ফেসবুক আইডি ব্যবহার করেন, কিছু দিন পরপরই সেগুলো ডিঅ্যাকটিভ করে দেন। ওনার সাথে যে একাউন্ট থেকে চ্যাটিং হয়েছি, ে ।

এখন বিষয়টি সামনে আসায় বিষয়টি আপনাকে অবগত করার প্রয়োজন মনে করেই এ অভিযোগ করছি।

আপনার একান্ত